দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 JUN 1991
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

শিক্ষাঙ্গনে এই হানাহানি বন্ধ হোক

আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাস আর কতকাল চলবে? একে কি বন্ধ করার যথার্থ চেষ্টা হবে না? বিস্ময়ে হতবাক হই যখন প্রতিদিন সকালে কাগজ খুলে বসলেই চোখে পড়ে, দেশের কোন না কোন অঞ্চলের কলেজে বা বিশ্ববিদ্যা-লয়ে বিভিন্ন ছাত্রদলের মধ্যে বোমা-বাজি অথবা বন্দুক যুদ্ধ হয়ে গেছে। তাতে অনেকে আহত এবং কেউ কেউ নিহতও হয়েছে। আর আমরা যারা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারে কাছে আছি তারা শুধু খবরের কাগজ পড়েই এসব বেদনাদায়ক ঘটনার কথা জানতে পারছি তাই নয়, অনেক রাতে গোলাগুলী আর বোমার কানফাটা আওয়াজে চরম ভ'য় ও আতঙ্কের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারছি আমা-দের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আজ কি চলছে, বুঝতে পারছি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ শিক্ষা চর্চার পরিবর্তে পেশিচর্চার মুক্ত অঙ্গন তথা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অবস্থা এভাবে চলতে থাকলে অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের আর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে ভরসা পাবে না এবং একদিন পাঠাবেও না। এতে বিশেষ কোন একজন ছাত্র বা ছাত্র সমাজেরই শুধু ক্ষতি হবে না গোটা সমাজ এবং জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পরিণামে দেশের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে অন্ধকার।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই পরিণামের দিকে আবেগপ্রবণ ছাত্র সমাজকে হাতিয়ার করে কারা আজ দেশকে ঠেলে দিচ্ছে? এরা কি দেশের রাজ-নীতিকরা নয়? সত্যি বলতে যে ছাত্র দলগুলি দেশের শিক্ষাঙ্গনে আজ সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে পরস্পর হানাহানি ও মারামারিতে বিশ্ববিদ্যাল ক্যাম্পাস-গুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে তারা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলিরই অঙ্গদল বা লেজুড়। দলীয় স্বার্থে এবং দলীয় রাজনৈতিক নেতাদের ইঙ্গিতেই এই লেজুড় ছাত্র দলগুলি বেপরোয়া সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনকে এরূপ অস্থির ও অধ্যয়নের অনুপযোগী করে তুলেছে। জাতির ভবিষ্যৎ ও বৃহত্তর স্বার্থেই শিক্ষাঙ্গনের চলমান নৈরাজ্য এবং তার হাতিয়ার হিসাবে ছাত্রদের নিয়ে মারাত্মক খেলা বন্ধ হওয়া উচিত। আর এটা বন্ধ করার দায়িত্ব প্রধানতঃ তাদেরই যারা এর হোতা প্রসঙ্গতঃ এটা অনুমান করতে বা বুঝতে খুব বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না এই মারাত্মক খেলার হোতা। আসলে কারা। বস্তুত অতি সাধারণ বুদ্ধির মানুষও পরিষ্কার আজ এটা বুঝতে পারছেন, কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে দেশে স্থিতিহীনতা সৃষ্টিতে আজ কার স্বার্থ। সুতরাং শিক্ষাঙ্গনের এই নৈরা-জ্যের অবসান ঘটিয়ে সেখানে স্বাভা-বিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা ও শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব তাদেরই। এ দায়িত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন হবেন, এবং দেশ জাতি ও ছাত্র সমাজেরও প্রকৃত কল্যাণ এবং বৃহত্তর স্বার্থে এ দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হবেন দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে এটাই তাদের কাছে আমাদের নিবেদন।

জনমতজনমত

আবদুর রহমান
সিদ্দিরগঞ্জ, এন গঞ্জ।

13